কপ ২২ মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনে কী পেলাম তার পর্যালোচনা: বাংলাদেশকে তার নিজস্ব চেষ্টায় জলবায়ু অভিযোজন করতে হবে, হতে হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার

জলবায়ু কমিশন চাই অথবা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব

১. জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে কেন আমরা এই কাজগুলো করি: ৩য় পক্ষ হিসেবে সরব নাগরিক সমাজ

প্রতিবারের মতো বাংলাদেশের সকল সুশীল সমাজ নেটওয়ার্ক, বিশেষ করে BAPA, BIPNET CCBD, BCJF, CDP, CSRL, FEJB, EquityBD ও কোস্ট এক সাথে COP 22 বা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের পূর্বে দেশে এবং জলবায়ু সম্মেলনের সময় দেশের বাইরে জলবায়ু সম্মেলনস্থলে প্রচারাভিযান এবং এডভোকেসি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এবার কপ২২ মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনের পূর্বে ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন এবং একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। মারাকাশে দুটো সংবাদ সম্মেলন, একটি সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি পুরো সময়ের জন্য একটি স্টল পরিচালনা করেছে। সবশেষে দেশে ফিরে এসে উক্ত জলবায়ু সম্মেলন থেকে আমরা কী পেলাম এবং ভবিষ্যত করণীয় নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই কাজগুলো করা হয় মূলত (১) সরকারের উপর জনগণের পক্ষে জনমতের প্রভাব রাখার জন্য, (২) বিদেশে আলোচনা-দরকষাকষির ক্ষেত্রে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা, (৩) বিদেশে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য, এবং সর্বোপরী (৪) ৩য় পক্ষ হিসেবে নাগরিক সমাজকে এইক্ষেত্রে সক্রিয় (Active) ও সমন্বিত (Coordinated and inclusive) রাখার জন্য।

২. কপ ২২ তথা মারাকাশ সম্মেলনে আমাদের প্রত্যাশা কী ছিল: এই ধরিত্রী বাঁচলে আমরাও বাঁচবো

আমরা দেশে মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সামনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে গুরত্ব দেওয়া উচিৎ তা সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। একই ভাবে কপ-২২ মারাকাশে সম্মেলনের প্রথম দিকে (৮ নভেম্বর) স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের মূল প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। একই ভাবে জলবায়ু সম্মেলনের শেষভাগে (১৭ নভেম্বর) পুরো প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্য ফলাফলের উপর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা মতামত ব্যক্ত করেছি।

মারাকাশে ৮ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনে আমরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরত্বারোপ করেছিলাম (১) দেশগুলো কোন বছরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে, যেমন উন্নত দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে, অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলো (যেমন ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) ২০২৫ সালের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ২০৩৫ সালের মধ্যে (২) বিভিন্ন দেশ স্বতপ্রণোদিত হয়ে কার্বন নিঃসরণের যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে পর্যালোচনা করার জন্য পরিমাপযোগ্য, প্রতিবেদনযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য নির্দেশক (Measurable, Reportable and Verifiable indicator) প্রণয়ন করতে হবে (৩) অভিযোজনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ, বিশেষ

করে স্বল্পোন্নত ও অতি বিপন্ন দেশগুলোর জন্য প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে, (৪) অর্থায়ন হতে হবে অতিরিক্ত এবং সহায়তা বা অনুদান ভিত্তিক, (৫) ক্ষয় ও ক্ষতির (Loss and Damage) ক্ষেত্রে রোডম্যাপ থাকতে হবে, সর্বোপরি (৬) জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনের শেষে আমাদের হতাশাগুলো কী ছিল: এগোয়নি বরং পিছনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি

মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনের শেষ দিকে, ১৭ নভেম্বরে, একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কপ ২২ এর সম্ভাব্য ফলাফলের উপর আমরা হতাশা ব্যক্ত করি। সংবাদ সম্মেলনে বিতরণকৃত আমাদের মূল বক্তব্যের শিরোনাম ছিল, "মারাকাশে উন্নত দেশগুলোর সিদ্ধান্তহীনতা স্বল্পোন্নত ও অতিবিপদাপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু গণহত্যার সৃষ্টি করবে"। উক্ত সম্মেলনে আমরা যেসব বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম সেগুলো হলো, (১) বহুজাতিকতাবাদকে চ্যালেঞ্জ করা উন্নত দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি হতে পারে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণার দিকে ইঙ্গিত করেছিলাম (২) আমরা আবারও উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছি (৩) মারাকাশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়নের ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজনের কার্যক্রমকে থমকে দেবে, যা কিনা তাদের বিপদাপন্নতা আরও বাড়িয়ে তুলবে, (৪) জলবায়ু উদ্বাস্তুদের বিষয়টি যেন ভুলে যাবার বিষয় হয়ে না যায়, যা প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ৮থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে মানবতা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন হবে।

৪. মারাকাশে জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ক সেমিনার ও আমাদের দাবি: দায় নিতে হবে এবং নীতি কাঠামো চাই

এছাড়াও আমরা ১০ নভেম্বর কপ ২২ মারাকাশে Action Aid International (AAI), Climate Action Network South Asia (CANSA), Asia People Movement on Debt and Development (APMDD), Friends of Earth Internationalm(FOEI), Norwegian Refugee Council (NRC) এর সহযোগিতায় "Climate Displacement: Protecting and Promoting Rights of Climate Migrants" শীর্ষক সাইড ইভেন্ট সেমিনার আয়োজন করেছি। উক্ত সেমিনারে এশিয়া, অফ্রিকার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, UNHCR, IOM, PDD, UNHR এর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, প্রায় সবকটি অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাপে লোক সমাগম হয়েছে। জলবায়ু সম্মেলনে শুধু জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে ৫টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে বোঝা যায় বিষয়টি এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সাল থেকে প্রতিটি বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে আমরা এ ধরনের সেমিনার, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনমত গঠন অব্যাহত রেখেছি। কারণ আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের মতো সকল অতি বিপদাপন্ন দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এটি একটি ভয়াবহ সমস্যা। উন্নত দেশগুলোকে এর দায় নিতে হবে। জাতিসংঘকে এদের জন্য নতুন নীতি কাঠামো তৈরি করতে হবে।

আমাদের সকল সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনারের অবস্থানপত্র ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আমাদের ওয়েবসাইট www.equitybd.net এবং www.coastbd.net পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের অনেক পত্র-পত্রিকা আমাদের সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনারের সংবাদ গুরত্ব দিয়ে ছেপেছেন, আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

৫. মারাকাশ কপ ২২ থেকে আমরা কী পেয়েছি? কী পাইনি?

আমরা অতি সংক্ষেপে মারাকাশ কপ ২২ থেকে কী পেয়েছি এবং কী পাইনি তা তুলে ধরতে চাই:

ক. যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলেও ক্ষতি হবে না: ইতিমধ্যে পৃথিবির ১১১টি দেশ প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইতিমধ্যে এই চুক্তি গ্রহণ এবং অনুমোদন করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি যুক্তরাষ্ট্রকে এই চুক্তি থেকে বের করে নিয়েও যায়, তবু এর বাস্তবায়নে আইনগত সমস্যা নেই। চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ অনেক দেশ এই চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ঘোষণা করেছে যে, ফেডারেল সরকার প্যারিস চুক্তি থেকে বের হয়ে গেলেও তারা এর থেকে বাইরে যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে বিনিয়োগ প্রায় ২০০%, কয়লা বা জীবাশ্ম জ্বালানীতে বিনিয়োগ মাত্র ২% এর মতো। এই অগ্রযাত্রাকে থমকে দেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য খুব

কঠিন হবে। তবে জলবায়ু অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কমে যেতে পারে। ওবামা প্রশাসনের সবুজ জলবায়ু তহবিলে ৩ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা থাকলেও, দিয়েছে মাত্র ৫০০ মিলিয়ন, অর্থাৎ মাত্র ৬ ভাগের ১ ভাগ। এই অর্থায়ন কমার ফলে অতি বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অভিযোজন ও প্রশমনের মাত্রা কমে যাবে।

খ. উষ্ণায়ন কমানোর কথা হয়েছে, কাজ হয়নি: অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোই পথ দেখিয়েছে: উন্নত দেশগুলোসহ সব দেশ কার্বন কমানোর স্বতপ্রণোদিত যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন হলে এই শতাব্দির শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়বে ৩.৪ ডিগ্রি, যা শিল্প পূর্ব উষ্ণায়ন হার ১.৫ ডিগ্রি থেকে অনেক বেশি। এটা বিপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর কার্বন উদগীরণ লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে এবং সব দেশের জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় যাওয়ার বা সর্বোচ্চ কার্বন উদগীরণ করার বছর নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই চুক্তি পর্যালোচনা করে এই লক্ষ্য বা উচ্চাশা বাড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারও আগে, এখনই কার্বন উদগীরণ কমানোর উচ্চাশা বাড়াতে হবে। ২০১৮ সালে Facilitative Dialogue হবে, একই বছর IPCC তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেলে এর প্রভাব বিশ্বে কী হতে পারে তার উপর একটি প্রতিবেদন জমা দিবে। ঐ প্রতিবেদন কার্বন উদগীরণ কমানোর বিষয়ে আলোচনা আরও জোরদার করবে বলে আশা করা যায়। নাগরিক সমাজের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোরও দাবি ছিল এখন থেকেই উচ্চাশা বাড়ানোর জন্য, কিন্তু উন্নত দেশগুলো সেই দাবি শুনেনি। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে জলবায়ু বিপদাপন্ন ফোরাম (Climate Vulnerable Forum). তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা এখন থেকেই তাদের প্রশমন (Mitigation) লক্ষ্যমাত্রা বাড়াবে, ২০৫০ সালের মধ্যে তারা শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে চলে যাবে। এই ঘোষণা উন্নত দেশগুলোর জন্য লজ্জার বিষয়ই ছিল বৈকি!

গ. উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু অর্থায়নে গড়িমসি: জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর অবস্থান হতাশাজনক। উন্নয়নশীল, অতি বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি তাদের অভিব্যাক্তি ছিল অনেকটা এরকম- নিজের পাঁয়ে দাড়াও! (১) ২০২০ সাল থেকে যে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা তারা তার একটি ২ বছরের রোডম্যাপ দিয়েছে, তাতে ১০ বিলিয়ন ডলারের আভাস পাওয়া যায়, যা অপর্যাপ্ত এবং অস্বচ্ছ। কথা ছিল এই জলবায়ু অর্থায়ন হবে বর্তমান সাধারণ উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত, যে ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোঁজামিলের উদাহরণ রয়েছে। ২০২০ সালের পরবর্তী রোডম্যাপ এখনও পাওয়া যায়নি। (২) শেষ পর্যন্ত জার্মানি ও সুইডেন UNFCCC Adaptation Fund পুনর্গঠনের জন্য ৮১ বিলিয়ন ডলার দিতে রাজী হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলো এই তহবিল চালু রাখার বিপক্ষে, তারা এটিকে বিলুপ্ত করা বা সবুজ জলবায়ু তহবিলের সঙ্গে একীভূত করতে চায়। (৩) ক্ষয় ও ক্ষতি (Loss and Damage) সংক্রান্ত ওয়ারশ ইমপ্লিমেন্টশন ম্যাকানিজম দুই বছরের জন্য একটি রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এখানে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিরোধিতা করছে উন্নত দেশগুলো। তারা এটাকে মানবিক সাহায্যের বিষয় বলে গন্য করতে চায়। (৪) চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিরীক্ষা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ ৫০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই সম্মেলনে।

৬. বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি দলের তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের মতামত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি

ক. বর্তমান মন্ত্রী কতটুকু আগ্রহী: বর্তমান মন্ত্রীর সময়ে উক্ত প্রতিনিধি দলে নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্তি ও মত বিনিময় ভীষণভাবে সীমিত করা হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মানুষের সামগ্রিক অবস্থানকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি অপর্যাপ্ত।

খ. নাগরিক সমাজের ২ জন প্রতিনিধি এবার যাননি কেন? এবার কপ ২২ সরকারি প্রতিনিধি দলে দেশের নাগরিক সমাজের দুজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ড. কাজী খলিকুজ্জামান ও ড. আসাদুজ্জামান যাননি। আমরা মনে করি এর ফলে বাংলাদেশের আলোচনা বা দরকষাকষির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই দুজন ব্যক্তি মূলত সরকারি ও বেসরকারি মতামতের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও ভারসাম্যের চেষ্টা করেছেন।

গ. রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দুর্বল: বাংলাদেশ সরকারি প্রতিনিধি দলের সরকারি কর্মকর্তারা মেধাবী এবং তারা তৎপরও বটে। কিন্তু তাদের উপর বর্তমান মন্ত্রীর সময়ে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা হীনতা

বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছে, যা কিনা প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানেরও পরিপূর্ণতা করে না। যে কারণে প্যারিস চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। যেমন আর্টিকেল ৮ ও জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আনা যায়নি।

ঘ. প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল উপস্থিতি: মারাকাশ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ এবং তার বক্তব্য, বিশেষ করে পানি তহবিল গঠন এবং জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রী প্যারিস জলবায়ু আলোচনা যোগ দিলে হয়ত বাংলাদেশের এই স্বার্থহানী হতো না।

ঙ. বাংলাদেশকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে চাই: আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশসমূহ বিশ্ব জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতি বিপদাপন্ন দেশের একটি হওয়ায় বাংলাদেশেরও এই নেতৃত্ব দেওয়ার অবকাশ আছে। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে মনযোগী হলে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরই লাভ হতো বৈকি। আমরা চাই, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার থাকুক এবং স্বল্পোন্নত, অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর নেতৃত্ব দিক। জি ৭৭ এবং চীন গ্রুপটির ব্যাপারে বাংলাদেশকে সতর্ক হতে হবে। কারণ এই দলটিতে আছে ভারত, চীন, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতোদেশ, যাদের স্বার্থের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে এক নয়।

চ. হয় জলবায়ু কমিশন অথবা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব : আমরা মনে করি যে, পরিবেশ ও বন সুরক্ষা এবং জলবায়ু আলোচনা, জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন আলাদা বিষয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন তরা উচিৎ। ফিলিপিনে এরকম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতে এর জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। অথবা বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হওয়া উচিৎ।

ছ. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না হলে ও দুর্নীতির অবসান না হলে আন্তর্জাতিক তহবিল পাওয়া যাবে না: জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশের ভিতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা, দুর্নীতি মুক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে আমরা হাজার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারবো না। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে আছি। সরকারকে এই বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে, বর্তমান ট্রাস্ট ফান্ডসহ রিসিলেন্স ফান্ড ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করতে হবে।

জ. বিরোধীসহ সকল রাজনৈতিক দলের আগ্রহ প্রশ্ন সাপেক্ষ: আমরা মনে করি যে, ক্ষমতাসীন দল ছাড়া বিভিন্ন কারণে বিরোধী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনা নিয়ে অবহেলা রয়েছে। এবিষয়ে সবার আগ্রহ থাকা উচিৎ। আমরা মনে করি যে, সরকারি প্রতিনিধি দলে সংসদের ভিতরে ও বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ থাকা উচিৎ। পৃথিবির এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই এই আন্তর্জাতিক জলবায়ু রাজনীতির উপর নির্ভর করছে।

আয়োজনকারী সংগঠনসমূহ

সচিবালয়:

কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৯১১৮৪৩৫,
ই মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.equitybd.net